জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি সম্বলিত

১০০ টাকার নতুন ব্যাংকনোটের বৈশিষ্ট্যসমূহ

কাগজ ঃ

নোটটি সিনথেটিক ফাইবার মিশ্রিত অধিক টেকসই কাগজে মুদ্রিত।

জলছাপ ঃ

কাগজে জলছাপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি; প্রতিকৃতির নিচে অতি উজ্জ্বল ইলেক্ট্রোটাইপ জলছাপে 100 লেখা আছে এবং জলছাপের বামপাশে বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোগ্রামের উজ্জ্বলতর ইলেক্ট্রোটাইপ জলছাপ রয়েছে।

রং পরিবর্তনশীল কালি ঃ

উপরের ডানদিকের কোণায় (Optically Variable Ink) OVI অংশে 100 লেখাটি সরাসরি তাকালে সোনালী এবং তির্যকভাবে তাকালে সবুজ রং দেখা যাবে।

রং পরিবর্তনশীল হলোগ্রাফিক সুতা ঃ

নোটের বাম পাশে ৪ মিলিমিটার চওড়া নিরাপত্তা সুতা; যাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের লগো ও '১০০ টাকা' লেখা আছে; সরাসরি তাকালে 'লগো' ও '১০০ টাকা' লেখা সাদা দেখাবে; কিন্তু পাশ থেকে দেখলে বা ৯০ ডিগ্রী-তে নোটটি ঘুরালে তা কালো দেখাবে। জাল নোটের সুতা অনেক ক্ষেত্রে নখের আঁচড়ে উঠে যাবে।

ইন্টাগ্লিও লাইন ঃ

নোটের ডান দিকে আড়াআড়িভাবে ইন্টাগ্লিও কালিতে ৭ টি সমান্তরাল লাইন আছে; হাতের স্পর্শে এগুলো সহজেই অনুভব করা যাবে।

অতি ছোট আকারের লেখা ঃ

নিরাপত্তা সুতার বাম পাশে খালি চোখে ১টি সরলরেখা দেখা যাবে, যাতে 'BANGLADESH BANK' পুন: পুন: মুদ্রিত। লেখাগুলো অতি ছোট আকারের হওয়ায় আতশী কাঁচ ব্যতীত খালি চোখে দেখা যাবে না।

অন্ধদের জন্য বিন্দু ঃ

নোটের ডানদিকে অন্ধদের জন্য ৩টি ছোট বিন্দু রয়েছে যা হাতের স্পর্শে উঁচু-নিচু অনুভূত হবে।

লুকানো ছাপা ঃ

নোটের নিচের বর্ডারে সুপ্ত বা লুকানো অবস্থায় '১০০' মুদ্রিত আছে, নোটটি অনুভূমিকভাবে ধরলে লুকানো লেখাটি দেখা যাবে।

পশ্চাদপট (Background) মুদ্রণ ঃ

নোটের সামনের দিকে পটভূমি বা ব্যাকগ্রাউন্ডে হালকা অফসেটে জাতীয় স্মৃতিসৌধ মুদ্রিত রয়েছে।

অসমতল ছাপা ঃ

নোটের সামনের দিকে ইন্টাগ্লিও কালিতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি মুদ্রিত।

নোটের পিছন ভাগ ঃ

নোটের পিছনের দিকে ইন্টাগ্লিও কালিতে ঢাকার তারা মসজিদ মুদ্রিত আছে যা হাতের আঙ্গুলের স্পর্শে অসমতল অনুভূত হবে।

নোটের সাইজ ১৪০ X ৬২ মিলিমিটার।

নোটের উভয় পিঠের অধিকাংশ লেখা ও ডিজাইন (সামনে বর্ডার, বাংলা ১০০, ইংরেজী 100 , মধ্যভাগের লেখা, পেছনে তারা মসজিদ ও বর্ডার) ইন্টাগ্লিও কালিতে মুদ্রিত হওয়ায় হাতের আঙ্গুলের স্পর্শে সেগুলো অসমতল বা উঁচু-নিচু অনুভূত হবে। জাল নোটে অসমতল ছাপার রং অনেক ক্ষেত্রে নখের সামান্য আঁচড়েই উঠে যাবে।

ব্যাংকনোটের ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন হোন

নোট জালকারীচক্রের প্রতারণা থেকে নিজেকে রক্ষা করুন

বাংলাদেশ ব্যাংক

www.bangladeshbank.org.bd → bank note & coins → security features

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি সম্বলিত

৫০০ টাকার নতুন ব্যাংকনোটের বৈশিষ্ট্যসমূহ

কাগজ ঃ

নোটটি সিনথেটিক ফাইবার মিশ্রিত অধিক টেকসই কাগজে মুদ্রিত।

জলছাপ ঃ

কাগজে জলছাপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি; প্রতিকৃতির নিচে অতি উজ্জ্বল ইলেক্ট্রোটাইপ জলছাপে 500 লেখা আছে এবং জলছাপের বামপাশে বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোগ্রামের উজ্জ্বলতর ইলেক্ট্রোটাইপ জলছাপ রয়েছে।

রং পরিবর্তনশীল কালি ঃ

উপরের ডানদিকের কোণায় (Optically Variable Ink) OVI অংশে 500 লেখাটি সরাসরি তাকালে লালচে এবং তির্যকভাবে তাকালে সবুজ রং দেখা যাবে।

রং পরিবর্তনশীল হলোগ্রাফিক সুতা ঃ

নোটের বাম পাশে ৪ মিলিমিটার চওড়া নিরাপত্তা সুতা; যাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের লগো ও '৫০০ টাকা' লেখা আছে; সরাসরি তাকালে 'লগো' ও '৫০০ টাকা' লেখা সাদা দেখাবে; কিন্তু পাশ থেকে দেখলে বা ৯০ ডিগ্রী-তে নোটটি ঘুরালে তা কালো দেখাবে। জাল নোটের সুতা অনেক ক্ষেত্রে নখের আঁচড়ে উঠে যাবে।

ইন্টাগ্লিও লাইন ঃ

নোটের ডান দিকে আড়াআড়িভাবে ইন্টাগ্লিও কালিতে ৭ টি সমান্তরাল লাইন আছে; হাতের স্পর্শে এগুলো সহজেই অনুভব করা যাবে।

অতি ছোট আকারের লেখা ঃ

নিরাপত্তা সুতার বাম পাশে খালি চোখে ১টি সরলরেখা দেখা যাবে, যাতে 'BANGLADESH BANK' পুন: পুন: মুদ্রিত। লেখাগুলো অতি ছোট আকারের হওয়ায় আতশী কাঁচ ব্যতীত খালি চোখে দেখা যাবে না।

অন্ধদের জন্য বিন্দু ঃ

নোটের ডানদিকে অন্ধদের জন্য ৪টি ছোট বিন্দু রয়েছে যা হাতের স্পর্শে উঁচু-নিচু অনুভূত হবে।

লুকানো ছাপা ঃ

নোটের নিচের বর্ডারে সুপ্ত বা লুকানো অবস্থায় '৫০০' মুদ্রিত আছে, নোটটি অনুভূমিকভাবে ধরলে লুকানো লেখাটি দেখা যাবে।

পশ্চাদপট (Background) মুদ্রণ ঃ

নোটের সামনের দিকে পটভূমি বা ব্যাকগ্রাউন্ডে হালকা অফসেটে জাতীয় স্মৃতিসৌধ মুদ্রিত রয়েছে।

অসমতল ছাপা ঃ

নোটের সামনের দিকে ইন্টাগ্লিও কালিতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি মুদ্রিত।

নোটের পিছন ভাগ ঃ

নোটের পিছনের দিকে ইন্টাগ্লিও কালিতে বাংলাদেশের কৃষি কাজের দৃশ্য মুদ্রিত আছে যা হাতের আঙ্গুলের স্পর্শে অসমতল অনুভূত হবে।

নোটের সাইজ ১৫২ X ৬৫ মিলিমিটার।

নোটের উভয় পিঠের অধিকাংশ লেখা ও ডিজাইন (সামনে বর্ডার, বাংলা ৫০০, ইংরেজী 500 , মধ্যভাগের লেখা, পেছনে কৃষি কাজের দৃশ্য ও বর্ডার) ইন্টাগ্লিও কালিতে মুদ্রিত হওয়ায় হাতের আঙ্গুলের স্পর্শে সেগুলো অসমতল বা উঁচু-নিচু অনুভূত হবে। জাল নোটে অসমতল ছাপার রং অনেক ক্ষেত্রে নখের সামান্য আঁচড়েই উঠে যাবে।

ব্যাংকনোটের ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন হোন

নোট জালকারীচক্রের প্রতারণা থেকে নিজেকে রক্ষা করুন

বাংলাদেশ ব্যাংক

www.bangladeshbank.org.bd → bank note & coins → security features

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি সম্বলিত

১০০০ টাকার নতুন ব্যাংকনোটের বৈশিষ্ট্যসমূহ

কাগজ ঃ

নোটটি সিনথেটিক ফাইবার মিশ্রিত অধিক টেকসই কাগজে মুদ্রিত।

জলছাপ ঃ

কাগজে জলছাপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি; প্রতিকৃতির নিচে অতি উজ্জ্বল ইলেক্ট্রোটাইপ জলছাপে 1000 লেখা আছে এবং জলছাপের বামপাশে বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোগ্রামের উজ্জ্বলতর ইলেক্ট্রোটাইপ জলছাপ রয়েছে।

রং পরিবর্তনশীল কালি ঃ

উপরের ডানদিকের কোণায় (Optically Variable Ink) OVI অংশে 1000 লেখাটি সরাসরি তাকালে সোনালী এবং তির্যকভাবে তাকালে সবুজ রং দেখা যাবে।

রং পরিবর্তনশীল হলোগ্রাফিক সুতা ঃ

নোটের বাম পাশে ৪ মিলিমিটার চওড়া নিরাপত্তা সুতা; যাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের লগো ও '১০০০ টাকা' লেখা আছে; সরাসরি তাকালে 'লগো' ও '১০০০ টাকা' লেখা সাদা দেখাবে; কিন্তু পাশ থেকে দেখলে বা ৯০ ডিগ্রী-তে নোটটি ঘুরালে তা কালো দেখাবে। জাল নোটের সুতা অনেক ক্ষেত্রে নখের আঁচড়ে উঠে যাবে।

ইন্টাগ্লিও লাইন ঃ

নোটের ডান দিকে আড়াআড়িভাবে ইন্টাগ্লিও কালিতে ৭ টি সমান্তরাল লাইন আছে; হাতের স্পর্শে এগুলো সহজেই অনুভব করা যাবে।

অতি ছোট আকারের লেখা ঃ

নিরাপত্তা সুতার বাম পাশে খালি চোখে পরপর ২ টি সরলরেখা দেখা যাবে, যেগুলোর একটিতে '1000 TAKA' এবং অন্যটি 'BANGLADESH BANK' পুন:পুন: মুদ্রিত আছে। লেখাগুলো অতি ছোট আকারের হওয়ায় আতশী কাঁচ ব্যতীত খালি চোখে দেখা যাবে না।

অন্ধদের জন্য বিন্দু ঃ

নোটের ডানদিকে অন্ধদের জন্য ৫টি ছোট বিন্দু রয়েছে যা হাতের স্পর্শে উঁচু-নিচু অনুভূত হবে।

লুকানো ছাপা ঃ

নোটের নিচের বর্ডারে সুপ্ত বা লুকানো অবস্থায় '১০০০' মুদ্রিত আছে, নোটটি অনুভূমিকভাবে ধরলে লুকানো লেখাটি দেখা যাবে।

পশ্চাদপট (Background) মুদ্রণ ঃ

নোটের সামনের দিকে পটভূমি বা ব্যাকগ্রাউন্ডে হালকা অফসেটে জাতীয় স্মৃতিসৌধ মুদ্রিত রয়েছে।

অসমতল ছাপা ঃ

নোটের সামনের দিকে ইন্টাগ্লিও কালিতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি মুদ্রিত।

ইরিডিসেন্ট স্ট্রাইপ ঃ

নোটের পিছনের দিকে ইরিডিসেন্ট ব্যান্ড বা স্ট্রাইপে BANGLADESH BANK লেখা আছে; নোটটি নাড়াচড়া করলে এর রং পরিবর্তন হয়।

নোটের পিছন ভাগ ঃ

নোটের পিছনের দিকে ইন্টাগ্লিও কালিতে জাতীয় সংসদ ভবন মুদ্রিত আছে যা হাতের আঙ্গুলের স্পর্শে অসমতল অনুভূত হবে।

নোটের সাইজ ১৬০ X ৭০ মিলিমিটার।

নোটের উভয় পিঠের অধিকাংশ লেখা ও ডিজাইন (সামনে বর্ডার, বাংলা ১০০০, ইংরেজী 1000 , মধ্যভাগের লেখা, পেছনে সংসদ ভবন ও বর্ডার) ইন্টাগ্লিও কালিতে মুদ্রিত হওয়ায় হাতের আঙ্গুলের স্পর্শে সেগুলো অসমতল বা উঁচু-নিচু অনুভূত হবে। জাল নোটে অসমতল ছাপার রং অনেক ক্ষেত্রে নখের সামান্য আঁচড়েই উঠে যাবে।

ব্যাংকনোটের ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন হোন

নোট জালকারীচক্রের প্রতারণা থেকে নিজেকে রক্ষা করুন

বাংলাদেশ ব্যাংক

www.bangladeshbank.org.bd → bank note & coins → security features